‘প্রাণা’-র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর থানার এবং বালিগোড়ি ১নং পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘প্রাণা’ -এর উদ্যোগে তারকেশ্বর বালিগোড়ি জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হল। প্রাণা-র অতিথি সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লোকশিল্পী তীর্থ ভট্টাচার্য। বিগত বছরে এই সংস্থা তারকেশ্বর থানার সহযোগিতা নিয়ে তারকেশ্বর এলাকায় কয়েক হাজার বৃক্ষরোপণ করেন। শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, রোপণের পর মাঝে মাঝেই গাছগুলির ঠিকমতো পরিচর্যা হচ্ছে কিনা, বা বেঁচে আছে কিনা তা পরিদর্শন করেন সংস্থার সদস্যরা। বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত হয়ে এলাকার মানুষও সহযোগিতা করেন এই কর্মসূচীতে। তাই এদিনও এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারাও হাজির ছিল। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই এদিন স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। চারাগুলির মধ্যে ফল ও ফুলের গাছই ছিল বেশি।

হুল উৎসবে মাতল হরিপালবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ ১৬৪তম ঐতিহাসিক হুল দিবস পালিত হল হুগলির হরিপালের বাসুদেবপুরে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদ সিদো মুর্মু ও কানহু মুর্মুকে স্মরণ করে সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলে। রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সিদো মুর্মু ও কানহু মুর্মু স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভাপতি বিধায়ক বেচারাম মান্না, বিডিও বিমলেন্দু নাথ, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, সাহিত্যিক রামেশ্বর মুর্মু, সনাতন সরেন, লক্ষী হাঁসদাসহ হাজার হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অন্যদিকে তারকেশ্বরের বালিগোড়িতে আদিবাসী চেতনা মঞ্চ ও অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুই শহিদ সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। অনুষ্ঠানে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে দুই আদিবাসীর সন্তানের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন গণেশ মুর্মুসহ আদিবাসী মানুষজন। ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করা হয়। অন্যদিকে বালিগোড়ির ভবানীপুর আদিবাসী বয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে হুল দিবস পালিত হয়। এই এলাকায় বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। তাই এই এলাকায় হুল উৎসবের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

আরামবাগে হুল উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগের কালীপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শনিবার আরামবাগ আদিবাসী উৎনৌও গাঁওতার উদ্যোগে সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল হুল উৎসব। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, দুই বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা এবং মানস মজুমদার, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, দুই কাউন্সিলর কৃষ্ণ বারিক ও প্রদীপ সিংহরায়, প্রদীপ রায় প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে এদিন এক শোভাযাত্রা আরামবাগ শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় আদিবাসী মহিলা ও পুরুষরা নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও এদিন স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নাচ, গান ও কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে আদিবাসী ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করে।

নতিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুলের নতিবপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৫জন ছাত্রছাত্রী এবং খানাকুল ২নং ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ২০টি বিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর প্রাপক ১৭০জন ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দিল নতিবপুর স্পোর্টিং ক্লাব। উপস্থিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান ড. পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়, খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি অসিত সিংহরায়, বিদায়ী শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন পাত্র, ব্লকের এস ই ও জামিরউদ্দিন খালিফা, ক্লাব সভাপতি, সম্পাদক, সদস্য, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকগণ। এইদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থানাধিকারি মোনালিসা সামন্ত। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ২৯জন রক্তদান করেন। ‘দিশা’ হেল্প ডেস্কের ইনচার্জ সজল মল্লিক ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিভিন্ন স্কলারশিপ ও বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা নিয়ে আলোকপাত করেন।

গোঘাটে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটল হুগলির গোঘাটের সানবাঁদি গ্রামে। ওই গৃহবধূর নাম মিতা পোড়েল (২০)। তাঁর স্বামী মনসা পোড়েল বাইরে সোনারূপার কাজ করেন। কিছুদিন আগে তিনি বাড়ি এসেছিলেন। মৃতার মা মমতা বাগ জানান, বছর ছয়েক আগে মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের তিন বছরের একটি ছেলে আছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় জামাই ফোন করে জানায়, মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা তখন সঙ্গে সঙ্গে নকুণ্ডায় যাই। দেখি মেয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। বাড়িতে কেউ নেই। শ্বশুরশাশুড়ি, ভাসুর, জামাই সকলেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। আমরা তড়িঘড়ি মেয়েকে গোঘাট ১নং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধনেখালি ঃ হুগলির ধনেখালি থানার চৌতাড়া গোপীনগর গ্রামে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বেঁচে যাওয়া খাবার খেয়ে ডায়ারিয়ার প্রকোপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে ১৬জনকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, এলাকায় একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছিল। সেখানে কিছু খাবার বেঁচে যায়। সেই খাবার খান বেশ কয়েকজন। তারপরেই তাঁরা অসুস্থবোধ করতে থাকেন। রাত থেকে ডায়ারিয়া শুরু হয়। তড়িঘড়ি তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থদের মধ্যে লক্ষী পোড়েল, লাল্টু পোড়েলসহ আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। অবস্থার মোকাবিলা করতে ঘটনাস্থলে গেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীরা। ছুটে যান পঞ্চায়েত প্রধানও। তিনি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থদের খোঁজখবর নেন।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের বর্ষপূর্তিতে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ শুক্রবার হুগলির চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উত্তরপাড়া থানার উদ্যোগে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই খেলায় অংশগ্রহণ করে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের অনুর্দ্ধ ১৯-এর দুই একাডেমির দল। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া থানার আই সি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় জানান, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে আজ এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। টানটান উত্তেজনার মধ্যে খেলা চলে। মোহনবাগানকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২-১ গোলে জয় লাভ করে। এদিনের খেলা দেখতে ও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট অজয়কুমার, এডিসিপি অম্লান ঘোষসহ শ্রীরামপুরের বেশ কিছু পুলিশের আধিকারিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক, উত্তরপাড়া পৌরসভার পুরপ্রধান এছাড়াও উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবল খেলোয়াড়রা। এই খেলা দেখতে দর্শকের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো। খেলার শেষে প্রত্যেক খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট অজয়কুমারসহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

বলাগড়ে পানীয় জলে আর্সেনিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলাগড় ঃ হুগলির বলাগড়ের বিভিন্ন অঞ্চলের টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করে আর্সেনিক মিলল জলে। ইতিমধ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় ৩৫টি টিউবওয়েলের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সিল করে দেওয়া হয়েছে। বলাগড় ব্লক দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক প্রবণ এলাকা বলে সাধারণ মানুষ অভিযোগ তুলেছিলেন। সম্প্রতি বলাগড় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন এলাকার জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার কাজ শুরু হয়। জলের নমুনা পরীক্ষা করে একতারপুর, মহিপালপুর, শ্রীপুর, বলাগড় ও জিরাট পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক পাওয়া যায়। এরপরেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ভয়ে মিনারেল ওয়াটার খেতে শুরু করেন। এবিষয়ে বলাগড় বিডিও সুমিত সরকার জানান, এখনও পর্যন্ত জলের নমুনা পরীক্ষা করে প্রায় ৩৫টি টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। টিউবওয়েলগুলির মুখ সিল করে লাল রং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই টিউবওয়েলগুলির জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিডিও জানান, বিষয়টি পিএইচই দপ্তরে জানানো হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জনগণের জীবন সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বলাগড়ে একটি জল প্রকল্পের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছে। প্রশাসনের ধারণা মাস দুয়েকের মধ্যেই জল প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কোনও সমস্যা থাকবে না।

ছাত্রী উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ এক নাবালিকা ছাত্রীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ হুগলির গোঘাট থানার পুলিশ গ্রেফতার করল এক যুবককে। ওই যুবকের নাম সেখ আকবুল বাদশা। বাড়ি আরামবাগের মলয়পুরের চকবেশে গ্রামে। এছাড়াও ওই নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই নাবালিকার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানা এলাকায়। তবে বর্তমানে সে গোঘাটের নকুণ্ডাতে আত্মীয়র বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে নকুণ্ডা কাত্যায়নী হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বুধবার হঠাৎই সে ওই আত্মীয়র বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর খবর পেয়ে ওই ছাত্রীর পরিবার গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার রাতে চকবেশে থেকে তাকে উদ্ধার করে।

মায়ের কাছে সন্তানকে ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মায়ের কোলে সন্তানকে ফিরিয়ে দিল হুগলির চন্দননগর থানার পুলিশ। বছরখানেক আগে হুগলির চাঁপদানির রাখীর সঙ্গে বিয়ে হয় চন্দননগরের লালদিঘির বাসিন্দা প্রকাশ রাউত-এর সঙ্গে। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই টাকা, পয়সা- গহনা ইত্যাদি দাবি করতে থাকে চন্দননগর পৌরনিগমের পৌরকর্মী প্রকাশ ও তার পরিবার। এক মাসের শিশু সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান রাখী। কিন্তু জোর করে বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যায় প্রকাশ। শনিবার চন্দননগর থানার পুলিশ এক মাসের ওই বাচ্চাটিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল।

আরামবাগে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শনিবার হুগলির আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে আরামবাগ বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ২১ জুলাইয়ের এক প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয়।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, উপপৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ দীপক মাজি, তৃণমূল নেতা আব্দুস সুকুর, পলাশ রায়, বিকাশ দে, গুণধর খাঁড়া ছাড়াও আরামবাগ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তারকেশ্বর হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ও জয়েন্ট সেক্রেটারি। তবে কি কারণে এই বিশেষ পরিদর্শন সে বিষয়ে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক রঞ্জনকুমার দে জানা নেই বলে জানান।

তবে সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্যে উন্নয়ন আরও ত্বরাণ্বিত করতেই এই বিদেশি প্রতিনিধিদের পরিদর্শন।

বাজার নেই, নষ্ট হচ্ছে তরমুজ, বিপাকে চাষীরা

জীবন মণ্ডল ● তারকেশ্বর

গতানুগতিক চাষের বাইরে অন্য ফসল চাষ না করার প্রবণতা নিয়ে এ রাজ্যের চাষীদের দুর্নাম রয়েছে। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে অন্য ধরনের চাষের জন্য নানাভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। আগের তুলনায় বর্তমানে কৃষকরাও এগিয়ে আসছেন। বর্ষায় পিঁয়াজ চাষ ও অন্য সময় ডাল চাষ করার জন্য সরকার থেকে বীজও দেওয়া হচ্ছে। মূলত হুগলির জেলার বিভিন্ন পাইকারি ফলের বাজারগুলিতে আগে তরমুজ আসত পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর থেকে। হুগলি জেলাতেও তরমুজ ফলিয়ে ভালো দাম পাওয়া যাবে এই আশায় এখানকার কৃষকরাও তরমুজ চাষে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে হাজার হাজার বিঘার তরমুজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। কারণ এখনও সেভাবে এই জেলায় তরমুজের ক্রেতা তৈরি হয়নি। অথচ ধনিয়াখালি থানার বিভিন্ন এলাকায় কয়েকশ বিঘা জুড়ে এই ফসল চাষ হয়েছে। আর এর জেরেই মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের। এক টাকা, দু'টাকা কেজি দরেও তরমুজ কেনার খরিদ্দার নেই। ফলে লাভ তো দূরের কথা, চাষের খরচও উঠছে না চাষীদের। যাঁরা ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন তাঁদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে পড়ে পড়ে তরমুজ নষ্ট হলেও কিছুই করতে পারছেন না। অথচ এই তরমুজের বীজ কিনছিলেন চড়া দামে। এক কেজি তরমুজের বীজ কিনতে দাম পড়েছিল ৪৬ হাজার টাকা। প্রতিবিঘাতে ১০০ গ্রাম করে বীজ লাগে। এক বিঘাতে তরমুজ চাষে ১০ হাজার টাকা খরচ। অন্যের জমি ভাগে চাষ করলে বা লিজ নিলে আর বাড়তি ৩ হাজার টাকা খরচ। তবুও চাষীরা আশা করেছিলেন মরশুম শেষে তাঁরা বিঘা প্রতি ১০-১৫ হাজার টাকা লাভ পাবেন। কিন্তু কোথায় কী? কৃষক বলাই মাজি জানালেন, ভালো লাভের আশায় ৭০ হাজার টাকা দেনা করে ৭ বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করেছিলাম। ফসল ভালোই হয়েছিল। কিন্তু এভাবে ক্রেতা পাওয়া যাবে না ভাবতেই পারিনি। এক টাকা কেজি দরেও কেনার লোক নেই। অথচ প্রথম দিকে ৮-৯ টাকা কেজিতে তরমুজ বিক্রি হয়েছিল। আর এখন তা ফেলে দিতে হচ্ছে। এই দুর্দশার সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা সরকার যদি পাশে থাকত তাহলে খুব ভালো হতো। আর এক চাষী গৌতম মালিক বলেন, গত বছর আলু চাষ করেছিলাম। কিন্তু তাতে লোকসান হতে তরমুজ চাষে হাত বাড়িয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আলুর দেনা তরমুজের লাভে পুষিয়ে দেব। কিন্তু এখন সেই একই অবস্থা। কেনার লোক নেই। এমনকি ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ১৬ বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছিলাম। জমির মালিককে ৪৮ হাজার টাকা দিতে হবে। তারপর রয়েছে চাষের খরচ। সংবাদমাধ্যমে দেখতাম কৃষকরা বিভিন্ন জায়গায় আত্মহত্যা করছে। তখন ভাবতাম লোকসান হলেই আত্মহত্যা করতে হবে কেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেন আত্মহত্যা করে। তাই আমাদের আবেদন, সরকার যদি তরমুজ চাষীদের জন্য কোনও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে তাহলে আমাদের মতো পরিবারগুলি অত্যন্ত প্রাণে বাঁচবে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।